بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

আগে নামায
পরে কাজ

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন ❖ বাংলাবাজার ❖ মগবাজার
www.ahsan.bd.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নাহমাদুহু অনুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম–

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার হুকুম সবার উপরে বড় যিনি আমাদের মালিক, আমাদের প্রয়োজনীয় সকল কিছুর মালিক। আগে আল্লাহর হুকুম পালন, এরপর অন্য সকল কাজ। শ্রমিক মালিক ছাত্রজনতা সকলের লিখাপড়া,কাজ কাম, মিটিং-সিটিং সব কাজের আগে নামাজ। **'আগে নামাজ পরে কাজ'** এটাই ঈমানদারের কথা ও কাজ। আগে কাজ শেষ করে নি পরে নামাজ পড়ব, আগে বৈঠক শেষ করে নি পরে নামাজ পড়ে নিব, এমন কথা যারা বলে তারা নামাজের গুরুত্ব বুঝে নাই। যারা দ্বীন কায়েমের আন্দোলন করে সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের ওয়াক্তমত নামাজ কায়েমের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ওয়াক্ত মোতাবেক নামাজ আদায় করাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। যারা নিজেদের জীবনে নামাজ কায়েম করতে পারে না তাদের দ্বারা দ্বীন কায়েম সম্ভব নয়।

বিশেষ করে যখন ইসলামী আলোচনা বা বৈঠক চলে ও জামায়াতের সময় হয়ে যায় তখন জামায়াত না ধরে বলা হয় যে আমরা পরে নামাজ পড়ে নিব। কিন্তু দেখা যায় পরে কখনো কখনো জামায়াতবদ্ধ হয়ে নামাজ পড়া হয় না বরং একা একা পড়ে নেয়। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে খুবই অন্যায়, আপত্তিকর। কারণ সময়মত নামাজ পড়লে নামাজের অধীন থাকা হয়। সময়মত নামাজ না পড়লে নামাজের অধীন থাকা হয় না বরং নামাজ তখন ব্যক্তির অধীনে চলে যায়। যখন ইচ্ছা তখন নামাজ পড়লে নামাজ হয় না। একজন মুমিন কখনো নামাজকে নিজের অধীনে নিতে পারে না, বরং তাকেই নামাজের অধীন থাকতে হয়, নামাজের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হয় নামাজের মর্যাদা অনেক উপরে। নামাজের ও কাজের মর্যাদা সমান নয়। নামাজকে সকল কাজের উপরে রাখতে হবে, কাজকে নামাজের উপর রাখা

যাবে না। সবসময় নামাজকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। we should eat to live, not live to eat আমরা খাবার জন্য বাঁচি না, বাঁচার জন্য খাই। যার খায় তার জন্য বেঁচে থেকে কাজ করতে হবে।

নামাজের অধীন থাকতে হবে

وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহর কথা সবার উপরে। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। সূরা তওবা-৪০ আমরা সবাই আল্লাহর হুকুমের অধীন। সময়মত নামাজ আদায় করা আল্লাহর হুকুম। অতএব, আমরা সবাই আল্লাহর হুকুম নামাজের অধীন। জান্নাত লাভ এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের পূর্বশর্ত নামাজের অধীন থাকা। যেহেতু আমরা সবাই আল্লাহর হুকুম নামাজের অধীন, তাই নামাজ আমাদের অধীন থাকার প্রশ্নই উঠে না। নিজেদের ইচ্ছা বা খেয়াল খুশীমত নামাজ পড়ার কোন সুযোগ ইসলামে নাই। কাজটা সেরে নিয়ে নামাজ পড়ব, বৈঠক শেষ করে নামাজ পড়ে নিব এমন কথা বলার অবকাশ ইসলামে নেই।

সময়মত নামাজ আদায় করতে হবে

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا .

"তারপর তোমরা নামাজ শেষ করার পর দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। আর মানসিক প্রশান্তি লাভ করার পর পুরো নামাজ পড়ে নাও।" (সূরা নিসা : ১০৩) **আসলে নামাজ নির্ধারিত সময়ে পড়ার জন্য মুমিনদের ওপর ফরয করা হয়েছে।** আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র নবী, কোন কাজটি জান্নাতের অতি নিকটবর্তী করে দেয়? তিনি বললেন: সময়মত নামাজ পড়া। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র নবী, তারপর কোনটি? তিনি বললেন: পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র নবী, তারপর কোনটা? তিনি বললেন: আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। (মুসলিম শরীফ)

আল্লাহর যিকরের দিকে ধাবিত হও

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছো, জুম'আর দিন যখন নামাজের জন্য তোমাদের ডাকা হয় তখন আল্লাহর যিকরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য বেশি ভাল যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে।" (সূরা জুম'আ-৯) এ আয়াতে জুম'আর আযান শুনামাত্র নামাজের জন্য তাড়াতাড়ি যেতে বলা হয়েছে। বর্তমানে গোটা পৃথিবীর প্রতিটি মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবার যে আযান দেয়া হয় সেই আযানই নামাজের জন্য ঘোষণা। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত জিনিস।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম কাজ নামাজ চালু করা

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ

"এরা এমন সব লোক যাদেরকে আমি যদি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করি তাহলে এরা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজ নিষেধ করবে। আর সমস্ত বিষয়ের পরিণাম আল্লাহর হাতে। যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম কাজ নামাজ চালু করা, তাই ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নামাজকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।"

যুদ্ধের মাঠেও নামাজ পড়ে নিতে হবে

যুদ্ধের মাঠে নামাজের সময় নামাজ আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যদিও সেটি এক রাকাত জরুরীভাবে। এটা বলা হয়নি যে যুদ্ধের মাঠে ব্যস্ত হয়ে আছ, পরে পড়ে নিও বরং বলা হয়েছে সময়মত নামাজ পড়ে নিতে হবে। একদল যুদ্ধ করবে বা পাহারা দিবে আর অন্যদল নামাজ

আদায় করবে। এক রাকাত পড়ে তারা গিয়ে যুদ্ধ করবে আর যারা পাহারা দিচ্ছিল তারা এসে জামায়াতে দাঁড়াবে। মাসআলা হল যেখানেই থাক সময় হলেই জামায়াতবদ্ধ হয়ে নামাজ পড়ে নাও। যুদ্ধের মত হৈ-চৈ, মারামারী, কাটাকাটি, মৃত্যু, আহত, চিৎকার নানান কাজে ব্যস্ত থেকেও যে নামাজ পিছানো হয়নি সে নামাজকে কোন কাজের বা বৈঠকের অসিলায় পিছিয়ে দিয়ে নামাজ পড়া কতটুকু বিবেকসম্মত বা যুক্তিসঙ্গত তা ভেবে দেখা উচিত।

হাদীসের সারকথা-নামাজের গুরুত্ব মর্যাদা

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي "তোমরা সেভাবে সালাত আদায় কর, যে ভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখ"। (বুখারী) ২. কিয়ামতেও প্রথম হিসাব হবে নামাজের, তাই নামাজের ব্যাপারে খুব সাবধান হতে হবে। ৩. একব্যক্তিকে একা একা নামাজ পড়তে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তোমার ভাইকে সাহায্য কর, নামাজ পড়া হয়ে গেছে এমন লোক উঠে গিয়ে তাকে জামায়াত করতে সাহায্য করলেন। ৪. নামাজের আযান শুনে জবাব দিয়ে আযানের দোয়া বললে তার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়। ৫. কোন ব্যক্তিকে নিয়মিত জামায়াতে শরীক দেখতে পেলে তার মুমিন হবার ব্যাপারে স্বাক্ষ্য দাও। ৬. আযান শুনে নামাজের জন্য জামায়াতে শরীক না হলে তার ঘরে আগুন লাগানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিন্তু শিশুদের কথা ভেবে তা করেন নি। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শপথ করে বলেন, আমার এরূপ ইচ্ছা হয় যে, আযানের পর কাকেও ইমাম করে নামাজ আরম্ভ করার আদেশ দেই এবং আমি ঐ সমস্ত লোকদের বাড়ি খুঁজে বের করি যারা নামাজের জামায়াতে শরীক হয় নাই এবং কারও দ্বারা জ্বালানী কাঠ আনিয়ে ঐ ব্যক্তিগণ ঘরে থাকা অবস্থায় তাদের বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে দেই। বোখারী শরীফ। ৭. তিনটি বিষয়ে বিলম্ব করো না (ক) নামাজের সময় যখন হয় (খ) জানাজা যখন উপস্থিত হয় (গ) স্বামীবিহীন নারীর

- আল্লাহকে বেশী স্মরণ কর সফল হবে ॥ ১৮
- আল্লাহর পুরস্কার খেল-তামাশা থেকে উত্তম ॥ ১৯
- জুমু'আর দিন মুসলমানের কর্তব্য ॥ ১৯
- নামায ও কাজ ॥ ২০
- রান্না শেষে নামায নয়, নামায শেষে রান্না ॥ ২১
- নামায কায়েম করো, যাকাত দাও ॥ ২২
- দৈনিক সম্মেলন ॥ ২২
- ফজরের জামায়াত ধরার সতর্কতা ॥ ২৩
- কবরের মধ্যে তিনটি আযাব ॥ ২৪
- উপসংহার ॥ ২৪

দিতে পারবে? স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পদ দিতে এমনকি আজীবন সিজদায় পড়ে থাকার শর্ত দিলেও মানতে রাজী হবে, কিন্তু চোখ দুটো দিতে রাজী হবে না।

তাহলে কেন আল্লাহর হুকুম দিনেরাতে মাত্র পাঁচবার বাধ্যতামূলক ফরয নামাযে হাজিরা দিতে গড়িমসি?

দোকান থেকে একটা সাবান নিলেও বিনিময়ে মূল্য দিতে হয়, তাহলে চোখ মুখ নাক কান হাত, পা ইত্যাদি কোটি কোটি টাকার সম্পদ ভোগ করে কেন তার মূল্য দিতে রাজী হবে না? এমন নিমক হারামী কাজ পৃথিবীতে আর কিছু হতে পারে কি?

এর মূল্য একটাই, একমাত্র ইলাহ আল্লাহকে হুকুমকর্তা মেনে নিয়ে তার সাথে কাউকে শরীক না করে তিনি যে হুকুম দিয়েছেন তা মেনে চলা।

আমাদেব মহান মনিবের কাছ থেকে প্রাপ্ত যে বেহিসাব নিয়ামত ভোগ করছি তার জন্য তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধ থাকা উচিত। তার হুকুম মেনে চললেই কৃতজ্ঞ হওয়া যায়। ঈমান আনার পর তার হুকুমের মধ্যে প্রথম মৌলিক হুকুমই হচ্ছে সালাত কায়েম করা।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পূর্বে তার শেষ কথার মধ্যে সতর্ক থাকার জন্য বলেছিলেন "আসসালাত আসসালাত অমা মালাকাত আয়মানুকুম... নামায, নামায ও তোমাদের অধীনস্থগণ"। অধীনস্থগণ বলতে গরীব খেটে খাওয়া মানুষকেই বুঝায়। গরীব লোকেরা ধনীদের ৫০০ বছর আগে জান্নাতে যাবে, তাদের অন্য হিসাব নেই। শুধু ৫ ওয়াক্ত নামায আদায় করা দরকার।

আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে তার সর্বপ্রথম হুকুম পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হবে। তাঁকে সিজদা করে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে প্রথম যে হিসাব দিতে হবে তা হচ্ছে নামায। নামাযের হিসাবই প্রথম হিসাব। তাই একজন কৃতজ্ঞ মানুষ হিসেবে দিনে রাতে পাঁচবার নামায আদায় করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকেই দৈনিক পাঁচবার নামায আদায় করে কৃতজ্ঞ বান্দাহ হবার তৌফিক দান করুন-আমীন।

আল কুরআনে নামাযের গুরুত্ব

কুরআন মাজিদে সালাত (নামায) শব্দটি ৬৭ বার এবং অন্য ফরমে ২১ বার মোট ৮৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য কোন ইবাদাত কুরআন মাজিদে এতবার উল্লেখ করা হয়নি। এ থেকে আমাদের মহান মনিব আল্লাহর কাছে নামাযের গুরুত্ব কত বেশী তা আন্দাজ করা যায়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরুতেই ৪টি কাজ করতে বলা হয়েছে। তার মধ্যে নামায রাষ্ট্রীয়ভাবে ফরয হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়ে নামাযের গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাক। (সূরা হাশর : ৭)

তাই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখিয়ে দেয়া পদ্ধতিতে সব কাজ করতে হবে।

"হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছো, জুমু'আর দিন যখন নামাযের জন্য তোমাদের ডাকা হয় তখন আল্লাহর যিকরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য বেশি ভাল যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে।" (সূরা জুমু'আ : ৯)

"তারপর যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।" (সূরা জুমু'আ : ১০)

হাদীসে নামাযের গুরুত্ব

১. রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা সেভাবে সালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখ"। (বুখারী)

২. কিয়ামতের প্রথম হিসাব নামাযের, তাই নামাযের জন্য খুব সাবধান হতে হবে।

৩. এক ব্যক্তিকে একা একা নামায পড়তে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার ভাইকে সাহায্য কর, নামায পড়া হয়ে গেছে এমন লোক উঠে গিয়ে তাকে জামায়াত করতে সাহায্য করলেন।

৪. নামাযের আযান শুনে জবাব দিয়ে আযানের দোয়া বললে তার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়।

৫. কোন ব্যক্তিকে নিয়মিত জামায়াতে শরীক দেখতে পেলে তার মুমিন হবার ব্যাপারে সাক্ষ্য দাও।

৬. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শপথ করে বলেন, আমার এরূপ ইচ্ছা হয় যে, আযানের পর কাকেও ইমাম নিয়োগ করে নামায আরম্ভ করার আদেশ দেই এবং আমি ঐ সমস্ত লোকদের বাড়ি খুঁজে বের করি, যারা নামাযের জামায়াতের শরীক হয় নাই এবং কারও দ্বারা জ্বালানী কাঠ আনিয়ে ঐ ব্যক্তিগণ ঘরে থাকা অবস্থায় তাদের বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে দেই। (বুখারী)

৭. তিনটি বিষয়ে বিলম্ব করো না– (ক) নামাযের সময় যখন হয়, (খ) জানাযা যখন উপস্থিত হয়, (গ) স্বামীবিহীন নারীর যখন উপযুক্ত বর পাও। (তিরমিযী)

৮. 'কোন আমলটি অতি উত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়'। (আহমদ)

৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত তিনি কোন নামাযকে তার শেষ ওয়াক্তে পড়েন নাই (তিরমিযী)

১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জামায়াতে নামায একাকী নামায অপেক্ষা সাতাইশ গুণ বেশি সওয়াব রাখে। (বুখারী)

১১. নামায দ্বীনের খুঁটি, যে তাকে ঠিক রাখল, সে দ্বীনকে ঠিক রাখল। যে তাকে ভেঙ্গে ফেলল, সে দ্বীনকে ভেঙ্গে ফেলল।

আওয়াল ওয়াক্তেই আল্লাহর সন্তুষ্টি

আমাদের সকল কাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি। সব সময় আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সতর্ক থাকব। হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, নামাযের প্রথম সময় হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং শেষ সময় হচ্ছে ক্ষমা। (তিরমিযী)

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সচেতন তারা সব সময় নামাযের প্রথম সময় খেয়াল করে আর আযান হলেই মসজিদে জামায়াত ধরার জন্য চলে যায়। আর যারা গাফেল তারা পরে পড়ে নিব বলে নামাযকে বিলম্ব করে।

আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়লে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। প্রথম সময়ে নামায পড়লে মানসিক তৃপ্তি পাওয়া যায়। শেষ ওয়াক্তের নামাযে আল্লাহ ক্ষমা করে থাকেন। নামায একেবারে শেষ ওয়াক্তে পড়া নিষেধ। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নামাযের প্রথম সময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং শেষ সময়ে আল্লাহর ক্ষমা।' (তিরমিযী)

নামায মানেই জামায়াতে নামায

কুরআন মাজিদে বহুবচনে 'আকিমুস সালাত' বলে এবং 'অরকাউ মাআর রাকিঈন -রুকুকারীদের সাথে রুকু কর'-বলে নামাযকে জামায়াতের সাথে আদায় করার কথা বলে ফরয নামায জামায়াতের সাথে আদায় করার কথা বলে দিয়েছেন।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়ীর কাজ করতেন এবং নামাযের সময় হলেই সকল কাজ ফেলে রেখে বাড়ীতে সুন্নাত নামায আদায় করে মসজিদে চলে যেতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, 'নামাযের জামায়াতের জন্য তিনি এমনভাবে যেতেন যেন আমাদেরকে তিনি চিনেন না।' তিনি সকল ফরয নামায জামায়াতে এবং সকল সুন্নাত নামায বাড়ীতে আদায় করতেন।

যেহেতু ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের আসল উদ্দেশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, তাই হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিশ্চিত ও মবজুত উপায় নামাযের প্রথম সময়ে জামায়াতবদ্ধ হয়ে নামায আদায় করে নিতে হবে।

জান্নাতের চাবি নামায এবং নামাযের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা। নামাযরূপ চাবি ছাড়া জান্নাতের দরজা খোলা সম্ভব নয়। নামায দ্বারা গাছের পাতা ঝরে পড়ার মতো গোনাহ ঝরে পড়ে। তাই এ সুযোগ সকলকেই গ্রহণ করতে হবে। মিসওয়াক করে ওযু করার পর নামায পড়লে সত্তর গুন বেশী সওয়াব পাওয়া যায়। ওযু থাকতে ওযু করলে তাতে সওয়াব বেশী হয়। প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে নামায আদায়ে বেশী সওয়াব। জামায়াত ধরতে এসে না পেয়ে অনুতপ্ত হলে অধিক সওয়াব। এশার নামায জামায়াতের সাথে আদায় করলে অর্ধেক রাতের সওয়াব এবং ফজরের নামায জামায়াতের সাথে আদায় করলে পুরো রাতের নামায আদায় করার সমান সওয়াব পাওয়া যায়। নামাযের দ্বারা হদ (শাস্তিযোগ্য অপরাধ) এর কাফফারা হয়। (বুখারী, মুসলিম)

নামাযের চিন্তায় অপেক্ষমান ব্যক্তি আরশের ছায়া পাবে

সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কিয়ামতের কঠিন দিনে তার আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন যখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তার মধ্যে একদললোক আরশের ছায়ায় স্থান পাবেন যারা নামাযের কথা ভুলে যায় না, সব সময় নামাযের খিয়াল রাখেন কখন নামাযের সময় হচ্ছে। এক ওয়াক্ত নামায পড়ার পরে অন্য ওয়াক্ত নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলে আল্লাহর আরশের ছায়া পাওয়া যাবে।

ইচ্ছাকৃত নামায না পড়লে জাহান্নামী

সূরা মুদ্দাস্‌সির ৪০-৪৪ আয়াতে আল্লাহ বলেন, জাহান্নামীদের জিজ্ঞেস করা হবে, কেন তোমরা জাহান্নামে আসলে? তারা বলবে আমরা নামাযী

ছিলাম না-নামাযীদের সাথে ছিলাম না, মিসকিনকে খেতে দিতাম না...। নামাযী না হওয়া এবং নামাযীদের সাথে না থাকা জাহান্নামে যাবার অন্যতম কারণ। ইচ্ছাকৃত নামায না পড়লে কুফরী করা হয়। সন্তানের বয়স সাত বছর হলেই নামাযের নির্দেশ দিতে হবে এবং দশ বছর বয়সে নামায পড়ার জন্য শাসন করতে হবে। প্রয়োজনে শাসনের চাবুক ব্যবহার করতে হবে এবং বিছানা আলাদা করে দিতে হবে।

যমীনে ক্ষমতা পেলে নামায কায়েম করবে

সূরা হজ্জ এর ৪১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তাদেরকে আমরা যদি যমীনে ক্ষমতা দান করি তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, নেকীর হুকুম দিবে এবং মন্দের নিষেধ করবে"। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে আসলে প্রথমে নামায কায়েম করে মানুষের চরিত্র ভাল করতে হবে। যাকাত চালু করে মানুষের ক্ষুধা- দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করতে হবে। রাষ্ট্রক্ষমতা ছাড়া সমাজে নামায চালু করা সম্ভব নয়। নামায কায়েমের জন্যই নামায কায়মেকারী লোককে রাষ্ট্রক্ষমতায় যেতে হবে।

'সকল কাজের আগে নামায

কাজ করার কারণে হোক, স্কুল কলেজ, অফিস আদালত মিটিং সিটিং রান্না বান্না বা শিল্প কলকারখানার যে কোন কাজেই জড়িত হোক না কেন নামাযের সময় হলেই প্রথমে নামায আদায় করে নিয়ে নামায শেষে আবার সেই কাজে মনোনিবেশ করা যাবে। 'অযারুল বায়আ'- কাজ কাম ছেড়ে নামাযে যাও কথাটির দাবী এটিই।

শ্রমিক মালিক ছাত্রজনতা সকলের কাজ কাম, লিখাপড়া, মিটিং-সিটিং সব কাজের আগে হবে নামায। 'আগে নামায পরে কাজ' এটাই ঈমানদারের কথা ও কাজ। আগে কাজ শেষ করে নি পরে নামায পড়ব, আগে বৈঠক শেষ করে নি পরে নামায পড়ে নিব, এমন কথা যারা বলে তারা নামাযের গুরুত্ব বুঝে নাই। যারা দ্বীন কায়েমের আন্দোলন করে সংগঠনের পক্ষ